বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখলে দেশ স্বাধীন হতো না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে দুগ্ধ সপ্তাহ ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস প্রসঙ্গে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, সব সময়ে সব প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু অনিবার্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ ভাবা যায় না, বাংলাদেশের আজকের উন্নয়ন ভাবা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন না দেখতেন, বাঙালিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে না চাইতেন, বাঙালি জাতিকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে ’৭০-এ বিজয় ছিনিয়ে না আনতেন, ’৭১ সালের ৭ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা না দিতেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিতেন, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। ছয় দফার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সাজা ভোগ করতে হয়েছিল। ছয় দফার ইতিহাস বাঙালি জাতির প্রতিটি মানুষকে জানতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার-ইতিহাসের সে বর্ণাঢ্য অধ্যায় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যে বিপ্লব হয়েছে, সেই বিপ্লবের সৃষ্টি হতো না যদি দেশ স্বাধীন না হতো। আজ দুধ, ডিমের উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. শেখ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল জলিল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রহিম এবং দুগ্ধ সপ্তাহের কার্যক্রম তুলে ধরেন একই প্রকল্পের প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক ড. গোলাম রব্বানী। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ক্রিশ্চিয়ান বার্গার ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মো. ইমদাদুল হক, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি ও মো. তৌফিকুলসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, সমাপনী অনুষ্ঠান ও সেমিনারে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ১ জুন তারিখকে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

আগুনে পুড়ছে রাজধানীর সাততলা বস্তি, সহস্রাধিক ঘর ভস্মীভূত

রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৭ জুন) ভোর ৫টার দিকে এই আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৮ টি ইউনিট। তবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে তা এখনো জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার কামরুল হোসেন জানান, আগুন লাগার খবরে ফায়ার সার্ভিসের একে একে ১৮ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

এদিকে বস্তির অন্তত এক হাজারের বেশি ঘর পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

ভয়াবহ এই আগুন নেভাতে পার্শ্ববর্তী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালসহ বিভিন্ন জলাশয় থেকে পানি আনছেন ফায়ার

সার্ভিসের কর্মীরা।ফায়ার সার্ভিসকর্মীদের পাশাপাশি বস্তির বাসিন্দারাও আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন। তবে এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অগ্নিকাণ্ডের পর আটটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে আরও বাড়ানো হয় ইউনিটের সংখ্যা। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি পুলিশ ও র্যাব নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছে।

খালেদা জিয়া বিপদমুক্ত নন, হাসপাতালে থাকতে হবে আরও কিছুদিন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাকে ইতোমধ্যে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, খালেদা জিয়া এখনও শঙ্কামুক্ত নন। কোভিড পরবর্তী বেশ কিছু জটিলতায় ভুগছেন তিনি। আরও কিছু সময় তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসকরা বলছেন, তার পোস্ট কোভিড যে জটিলতা ছিল, সেগুলোর কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তার অন্যান্য রোগগুলো আগের মতোই আছে। ফলে আরও কিছুদিন তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। আগামী কয়েক দিন তাকে পর্যবেক্ষণের পর ‘বিপদমুক্ত’ মনে হলেই হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. জাহিদ হোসেন এ বিষয়ে বলেন, গত এক সপ্তাহে ম্যাডামের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। এখন তিনি কেবিনেই আছেন। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য বলেন, খালেদা জিয়ার পোস্ট কোভিড জটিলতার কিছুটার উন্নতি হয়েছে। এটাকে বড় ধরনের উন্নতি বলার সুযোগ নেই। তাই তাকে এখনি বিপদমুক্ত যাচ্ছে না। ফলে, আমরা তাকে আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেব।

খালেদা জিয়া এখনও তরল জাতীয় খাবার খাচ্ছেন জানিয়ে ওই চিকিৎসক আরও বলেন, তিনি এমনিতে কম খাবার খান। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বাইরে থেকে অর্থাৎ তার আত্মীয়-স্বজনরাই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুয়াযী খাবার নিয়ে আসেন। খালেদা জিয়া সেগুলো খান।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের বাইরে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, তার একান্ত সচিব আব্দুস সাত্তার ছাড়া অন্য কেউ তাকে দেখতে হাসপাতালে যান না।

১৪ এপ্রিল করোনা শনাক্ত হন খালেদা জিয়া। ২৭ এপ্রিল থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি। করোনার কারণে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ৩ মে সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩ মে তাকে সিসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়।

কল্পনাপ্রসূত মনগড়া এবং অবাস্তব: জিএম কাদের

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের এমপি বলেছেন, ২০২১-২০২২ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া এবং অবাস্তব। আন্দাজে করা এই বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বাজেটে বিশাল ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করতে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। এই বাজেট ব্যাপকভাবে সংশোধন বা রদবদল করতে হবে। তিনি বলেন, বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে নামমাত্র বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, সামাজিক বেষ্টনি খাতে যা দেওয়া হয়েছে তা বাজেটের তুলনায় অত্যন্ত কম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে অনেক কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে বাজেট অধিবেশন থেকে বের হয়ে জাতীয় সংসদের টানেলে গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ধারণার বশবর্তী হয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেট তৈরি করেছেন। এই বাজেট এতটাই পরিবর্তন করতে হবে যে, তাতে প্রণীত বাজেটের প্রকৃত রূপ থাকবে না। বাজেটে খরচ বাড়িয়েছেন, বাড়ানো দরকারও আছে কিন্তু অর্থ আহরণের বিষয়ে তারা হোঁচট খেয়েছেন। গেল বাজেটের লক্ষ্য অনুযায়ী, ৬০ ভাগও রাজস্ব আদায় করতে পারেনি ১০ মাসে। সামনের দুই মাসে কতটা আদায় করতে পারবেন তাও জানেন না। যেটা প্রাক্কলন করেছেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে। জিডিপির ৬ দশমিক ২ ভাগ ঘাটতির বাজেট এর আগে আর হয়নি। ঘাটতির এই বাজেটে যত সুন্দরভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে তা ডিটেইলে দেখা গেছে অনেক কিছুই ফাঁক আছে।

জিএম কাদের বলেন, যারা করোনাকালে কর্মহীন হয়েছে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই এই বাজেটে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য সাধারণ মানুষের বিপুল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবার স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের একটা বরাদ্দ হবে এমন আশা ছিল সাধারণ মানুষের। কিন্তু বাজেটে অত্যন্ত সামান্য বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

এটা সাধারণভাবে বলা যায় রুটিন বৃদ্ধি, কোনো ক্রাইসিসের জন্য এই বৃদ্ধি সামান্য এবং অপ্রতুল।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান বলেন, বাজেটের ঘাটতি পূরণে বিদেশি ঋণ, স্বল্পসুদে ঋণ এবং বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ প্রাপ্তির যে কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আগামী দিনের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তাতে এটা আদৌ অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। তাই রাজস্বপ্রাপ্তিতে যেমন বিশাল সমস্যা হতে পারে, তেমনিভাবে বাজেট অনুযায়ী অর্থায়নেও সমস্যা হতে পারে। তা ছাড়া যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা মুখে বলেছেন কিন্তু কাগজে মোটেই নেই।

এ সময় জাতীয় পার্র্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি, মুজিবুল হক চুন্নু এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও অতিরিক্ত মহাসচিব (ঢাকা বিভাগ) লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ এমপি, পনির উদ্দিন আহমেদ এমপি, ভাইস চেয়ারম্যান পীর ফজলুর রহমান

মিজবাহ এমপি উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হলেন আঃ কাদের

জীবননগর উপজেলার ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহন করলেন সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিক ভাবে আব্দুল কাদেরকে ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শাহিন বাবু, সীমান্ত ইউপি সদস্য ইমাদ উদ্দিন, আরজাম আলী, আব্দুল আলীম, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাবিতে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদল সভাপতিসহ আহত ২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্রদলের শিক্ষাসমগ্রী ও অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দুপুরে টিএসসির জনতা ব্যাংকের সামনে এ হামলা করা হয়। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফজলুর রহমান খোকনসহ ছাত্রদলের অন্তত ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী আজ।
১৯৮১ সালের এই দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সৈনিকের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেই থেকেই তার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি দিবসটিকে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী হিসেবে পালন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করা হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আজ সকাল ৬ ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজধারন কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক এড ওয়াহেদুজ্জামান বুলা নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য শহিদুল ইসলাম রতন,আবু জাফর মন্টু,রেজাউল করিম মুকুট,বিএনপি নেতা এড মঈনুল ও আক্তারুজ্জামান জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-সম্পাদক মুনজুরুল জাহিদ, জেলা যুব দলের সহ সভাপতি রবিউল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি শেখ শাহবাজ সুজন,সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,যুগ্ন-সম্পাদক সাজিদ হাসান মালিক সজিব,যুগ্ন-সম্পাদক ইখলাস মুন রায়হান, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক রানা হামিদ,শ্রমিক দলের নেতা আব্দুর রাজ্জাক।

গাংনীতে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপি সভাপতি রেজাউল হক ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভার পর জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দো’আ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিভিন্ন কর্মসূচী পালন

মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪০তম শাহাদত বার্ষিকীতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

উপস্থতি ছলিনে জলো বিএনপির সাংগঠনকি সম্পাদক আব্দুর রশদি, সদর উপজলো বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,সাংগঠনকি সম্পাদক শাহাবুদ্দনি মোল্লা, জলো যুবদলরে সভাপতি জাহদিুল হক জাহদি, জলো স্বচ্ছোসবেক দলরে সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসনে মন্টিু প্রমুখ।

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির জরুরী আলোচনা সভা ও ঈদ পূর্ণমিলনী

মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় পার্টির জরুরী আলোচনা সভা ও ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ সুমন পারভেজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হাদী সদস্য সচিব মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মান্নান সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ বাবুল হোসেন সভাপতি গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ আরিফ বিল্লাহ সভাপতি মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ আব্দুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি, জান মোহাম্মদ মিন্টু সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি, ফারুক মল্লিক সাধারণ সম্পাদক মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ মিঠু সাংগঠনিক সম্পাদক সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ রুহুল সাংগঠনিক সম্পাদক গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ কিতাব আলী মাস্টার সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ আব্দুল হামিদ সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ কামরুল ইসলাম সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ কুতুব উদ্দিন সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ নজরুল ইসলাম সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি, মোঃ হাবিবুর রহমান সদস্য মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি।

এই অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় মোঃ হামিদুল ইসলাম পৌর সাধারণ

সম্পাদক মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি।